দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 1 1 JAN 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

শিক্ষাঙ্গন

শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশ বিঘ্নিত করছে কারা?

বাংলাদেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ ঐতিহ্যবাহী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। এর সুনাম ও খ্যাতি এশিয়া মহাদেশে এখনো অক্ষুণ্ন আছে। কিন্তু কিছু ছাত্রনামধারী দুষ্কৃতকারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সবুজ চত্বরে অশুভ পায়তারা ও জঘন্য কার্যকলাপের জন্য সেই সুনাম ও ঐতিহ্য হারাতে বসেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ছিনতাইয়ের ঘটনা প্রায়ই শোনা যায়। এদের ভয়ে এখন ভার্সিটি এলাকায় রাস্তা দিয়ে দিনে-দুপুরেও যাত্রীরা নির্বিঘ্নে পথ চলতে পারে না। পত্রিকার পাতায় এসব ঘটনার কথা পড়ে জনসাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের প্রতি যে ঘৃণাভরে নিন্দা জ্ঞাপন করবে তাতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সকল ছাত্রদের নাকের ডগার উপর দিয়ে এ ধরনের কাজ যারা করে বেড়াচ্ছে তারা কারা? এরা কি আদৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র? এই প্রশ্ন আজ সকলের মনে তোলপাড় করছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় প্রতিটি হলে ছাত্র সংগঠনের ছত্রছায়ায় পালিত হচ্ছে কিছু ছাত্রনামধারী দুষ্কৃতকারী। যারা অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে দিবালোকে ক্যাম্পাস দিয়ে ঘুরে বেড়ায় এবং সুযোগ মত রাস্তায় রিক্শা, গাড়ী অস্ত্রের মুখে থামিয়ে যাত্রীদের নিকট থেকে সব কিছু ছিনিয়ে নেয়। আর এ জন্য দোষ ও নিন্দার ভাগ নিতে হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের। জনসাধারণ শত অবজ্ঞাভরে দৃষ্টি দেয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের প্রতি। অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মিত সত্যিকার কোন ছাত্রই এ ধরনের কাজ করতে পারে না। মুষ্টিমেয় কিছু দুষ্কৃতকারীর এহেন কার্যকলাপের জন্য আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ছাত্রের নামে আসছে এই অপবাদ। তাই এ মুহূর্তে বিশ্ববিদ্যালয়ের দলমত নির্বিশেষে প্রতিটি ছাত্রের বিশেষ কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে সম্মিলিতভাবে এদের ক্যাম্পাস থেকে উৎখাত করা এবং এ ধরনের ঘটনার সাথে যারা জড়িত তাদের চিহ্নিত করে পুলিশের হাতে সোপর্দ করা। এ ধরনের ঘটনা দমন করার জন্য সকল ছাত্রকে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সেই সাথে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার প্রতিটি রাস্তায় পুলিশ মোতায়েন করার ব্যবস্থাও করতে হবে। তাহলেই এ ধরনের ছিনতাইয়ের ঘটনা থেকে সকলে নিষ্কৃতি পাবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সুনাম অক্ষুণ্ন থাকবে।

—মাহ্মুদুল হাসান (মহাব্বাত)